

## কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য কয়েকটি কৌশল

ঋতি ইসলাম

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ মার্চ ১৯৯৯



কর্মক্ষেত্রে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এ পর্যায়টিকে নানান সঙ্কট প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয় না এমন মানুষ কমই আছেন। কাজের আনন্দ এবং কাজের নিশ্চয়তা, এ দম্ব তো আছেই। তার পরও আছে অনেক অবাঞ্ছিত সমস্যা। হঠাৎ করে উড়ো মেশের মতো এসে যা এলোমেলো করে দেয় আপনার গোছানো কর্মক্ষেত্রে। অনেকই এ হঠাৎ ধাক্কায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন আবার আগে থেকেই অনেকে এমন অনেক সতর্কতামূলক কৌশল তৈরী করে রাখেন যাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা বেশ সহজ হয়ে যায়। সাধারণভাবে কর্মক্ষেত্রে কতগুলো প্রাক ধারণা থাকে, এটা করা যাবে, ওটা করা যাবে না এরকম কিছু কিছু চিন্তাভাবনা আগে থেকেই আমাদের মধ্যে তৈরী হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তব পরিস্থিতি হয় ভিন্ন। ফলে হোট্ট খাওয়াটাই স্বাভাবিক। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আপনি কিভাবে নিজেকে সামলাবেন এবং কি ধরণের পূর্ব প্রস্তুতি তৈরী করে রাখবেন সে জন্যই দেয়া হলো কিছু কৌশল সম্পর্কিত টিপস।

ব্যবসা-বাণিজ্য বিপণনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মূল সম্পদই হচ্ছে যোগাযোগে দক্ষতা। যত জটিল কাষ্টমারই হোক না কেন নিজের প্রয়োজনেরই তাদের সংগে সজ্ঞাব গড়ে তুলতে হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এত বেশি যে একটু মনোযোগের অভাব হলেই কাষ্টমার অন্য কারও কাছে চলে যাবে। ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব বুঝে ওঠা নিশ্চয় কোন সহজ কাজ নয়। হঠাৎ করে এসব পরিস্থিতি উত্তেজিত করে তুলতে পারে। এখানেই আসছে কৌশলের প্রশ্ন। সোজা কাষ্টমারের জুতোয় নিজের পা গলিয়ে দিন। তার দিক থেকে বিবেচনা করুন পণ্যের কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন। সেভাবেই উপস্থাপন করুন আপনার পণ্য বা সেবা।

ওভারটাইম বা ওভারওয়ার্কে মনোযোগিতা প্রমাণ করে এ রকম একটা মিথ আমাদের মধ্যে বেশ প্রচলিত। অনেকে নিজের দক্ষতা দেখাতে গিয়ে নিজেকে যত্নে পরিণত করেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের গুণগত দিকটাই পরিমাপ করা হয়, পরিমাণ নয়। গোছানো ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করলে সে যোগ্যতা অনেক বেশি প্রতীয়মান হবে। এলোমেলো কাজের ফলে বাড়তি কোন কাজের পরিস্থিতিতে আপনি অনেক বেশি অসহায় পড়বেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা ভাবেন আমিই শ্রেষ্ঠ। মানুষ হিসাবে এ বোধটা থাকা ভাল। কিন্তু জীবনে অভিজ্ঞতার নিশ্চয় মূল্য আছে। কর্মক্ষেত্রে নিশ্চয় অনেকেই আছেন যারা আপনার চেয়ে সিনিয়র। যাঁদের পরামর্শ আপনি অবশ্যই চাইতে পারেন। তবে সব সময় যে কোন সমস্যায় দৌড়ে যাবেন না। সিদ্ধান্ত ছাড়াও নানান বিষয় আলাপ আলোচনায় অংশ নিন। এতে আপনাকে একজন সপ্রতিভ ব্যক্তি হিসাবে মনে হবে। হয়ত প্রমোশনের সময় অনেকেই আপনার নাম রেফারও করতে পারেন। ঘনঘন চাকুরী বদলানো বা সব সময়ই বেটার চাপ নেয়ার অভ্যাস অনেকের থাকে। এতে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে। পাঁচ বছরের কর্মজীবনের ভিত্তিতে তৈরী ব্যায়োডাটায় যদি দশটি চাকুরীর অভিজ্ঞতার উল্লেখ থাকে তবে সেটা মোটেও সুখবর হবে না। আবার একই চাকুরীতে একই পোস্টে দশ বছর আছেন এটাও কোন যোগ্যতার প্রমাণ করবে না। কাজের ক্ষেত্রে আপনি কতটা ডায়নামিক সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করুন। তবে এটা সত্যি, একটা চাকুরীতে ততক্ষণই থাকা উচিত যতক্ষণ সেখান থেকে কিছু অর্জন করা যাচ্ছে আবার কোম্পানীকেও আপনি কিছু দিতে পারছেন।

কর্মক্ষেত্রে আপনার আশপাজে নিশ্চয় আরও কতক মানুষ থাকেন। মনে রাখা দরকার, নিজের মতো কাজ করা আর একা একা কাজ করা এক কথা নয়। এখানে টিম ওয়ার্কের বিষয়টা আছেই। বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে গিয়ে দলছুট হয়ে আপনি অনেককে হারাবেন। তবে অফিস পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়বেন না। টেকনিক্যালি আপনি সম্পর্কগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে হঠাৎ করে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হবে না। টিপটপ পোশাক আর গোছানো টেবিল ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা তৈরী করে কতটা সাহায্য করে কল্পনাও করতে পারবেন না। অনেকেই কাজের বহর দেখাতে গিয়ে টেবিলে ফাইলের পাহাড় তৈরী করে রাখেন, পোশাক আশাকের ব্যাপারেও এমন একটা ভাব করেন যে, কাজ করতে করতে জীবন শেষ, এসব করার সময় কোথায়, এটা কিন্তু মোটেও ঠিক নয়। প্রজেক্ট ডাটা, প্রয়োজনীয় কাগজ, ফাইল এমনভাবে রাখুন যাতে প্রয়োজনে পিওনের সাহায্য ছাড়াই নিজে সেটা নিতে পারেন। তেমনি পেশার সাথে উপযুক্ত পোশাকও আপনাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। অন্যরাও আপনার এ ইমপ্রেশন চমৎকৃত হবেন। আপনাকে দেখে আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও মানুষ আগ্রহী হবে এটা কিন্তু বেশ বড় পাওয়া। হঠাৎ করে কোন ধরণের সঙ্কটে পড়লে আবেগতড়িত হয়ে উঠবেন না। মানুষের সুখ, দুঃখ, রাগ, ক্রোধ, আনন্দবোধ থাকতেই পারে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কোনটাই হেন বাড়াবাড়ি রকমে প্রকাশিত না হয় সে চেষ্টা করুন। সাংসারিক শান্তির জন্য যেমন অফিসের কাজ বাড়ি বয়ে না নেয়াই ভাল তেমনি সংসারের সুখ দুঃখ কর্মক্ষেত্রে টেনে না আনাই ভাল। অতি গোমড়া ভাব এবং অতিরিক্ত মিশ্রণে ভাবও আপনার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই কর্মজীবনের শুরুতেই সন্তান নিয়ে থাকেন। কিন্তু এ সময়টাতে অনেক কিছু শেখার সময়। পোশাকে যাঁরা সিরিয়াসলি নেন তাঁরা এ ভুলটা করবেন না। কারণ যত দক্ষ কর্মী হয়ে ওঠার জন্যই আপনি কাজ করুন না কেন ঘরে রেখে আসা ছোট সন্তানের ভাবনা আপনাকে উল্লেখিত করবেই। মানসিক টানা পোড়নে বাড়তি চাপ তৈরী হবে আপনার ওপর। আসলে আমাদের সমাজে মাতৃত্ব এবং ক্যারিয়ার বিষয় দুটোর মধ্যে এখনও বিতর্কের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু মেয়েদের এ এগিয়ে চলার যুগে মহিলা কর্মীকে হতে হবে অনেক বেশি সচেতন, জীবনকে সাজিয়ে নিতে হবে পরিকল্পনার মাধ্যমে। সেখানে সব কিছুই থাকবে, সব সম্পর্ক সব দায়িত্ব মানিয়ে নিয়ে নিজেকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা থাকবে যে পরিকল্পনায়। চাকুরী সংক্রান্ত ঝুটঝামেলা, ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে। নানান কারণে সমস্যায় আসতে পারে। কিন্তু সমস্যা যতই থাকুক না কেন ছুট করে চাকুরী ছেড়ে দেয়ার মতো ভুল করবেন না। কারণ একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসাবে আপনার যতটা দাম, বেকার হিসাবে নিশ্চয় ততটা গুরুত্ব পাবেন না। কাজেই নিজেকে আরও দামী এবং আরও প্রয়োজনীয় করে তোলার জন্যও আপনাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের এবং কাজের নিজস্ব কিছু চাহিদা থাকে, সেই চাহিদামতো গড়ে নিতে পারলেই নিজেকে দক্ষ কর্মী হিসাবে প্রমাণ করা সম্ভব। সেই সাথে আপনার আচরণ এমনভাবে গড়ে তুলবেন যাতে মনে হবে প্রয়োজনের সময় কজি পর্যন্ত কানে ডুবিয়ে দিতও আপনার সমস্যা হবে না। সবাই করবেন কৌশল খাটিয়ে